ঘোষণা

আমি দেবলীনা বিশ্বাস (Registration No: Ph.D/Beng.(1482)/685/R-2022) **'ব্রাত্য বসুর নাট্যকৃতি : স্বতন্ত্রতার সন্ধানে (১৯৯৬-২০১৫)'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটি অধ্যাপক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

দেবলীনা বিশ্বাস

08/02/2024

(দেবলীনা বিশ্বাস)

গবেষক

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩। পশ্চিমবঙ্গ। ফোন ০৩৫৩-২৫৮০১৮৯
dept.bengalinbu@gmail.com

"সমানো মন্ত্র সমিতি সমানী"
Accredited by NAAC With grade B++

রেফারেন্স নম্বর ..... তারিখ .....

শংসাপত্র

দেবলীনা বিশ্বাস আমার তত্ত্বাবধানে **'ব্রাত্য বসুর নাট্যকৃতি : স্বতন্ত্রতার সন্ধানে (১৯৯৬-২০১৫)'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছে। যতদূর জানি এই অভিসন্দর্ভ তার মৌলিক রচনা এবং এই গবেষণাকর্মে সে কোনোরূপ কুম্ভিলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেনি। আমার সর্বোত্তম জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী জ্ঞাপন করছি যে, এই গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি।

এটিকে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. (বাংলা) পরীক্ষার জন্য দাখিল করার উপযুক্ত বিবেচনা করি।

ড. নিখিল চন্দ্র রায়
(অধ্যাপক)
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Selected Language	**Bangla**

Submission Information

Author Name	Debalina Biswas
Title	Bratyo basur natyokriti:Swatantratar sandhane (1996-2015)
Paper/Submission ID	1277515
Submission Date	2023-12-26 13:30:56
Document type	Thesis

Result Information

Similarity	**0%**

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

দেবলীনা বিশ্বাস

08/02/2024

গবেষকের স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

নিবেদন

নাটকের প্রতি ভালোবাসা সেই ছোটবেলা থেকে। আমার জীবনে আবেগের অন্য নাম থিয়েটার। স্কুলে পড়াকালীন নান্দীকারের থিয়েটার ইন এডুকেশন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে অভিনয়ে হাতেখড়ি। তারপর কোচবিহার রূপকথা নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার উত্তীয় দে-র তত্তাবধানে নিয়মিত মঞ্চে অভিনয়। ২০১৭ সালে নিজের নাট্যদল মৃত্তিকা গড়ে তোলা এবং নিজের লেখা মৌলিক নাটক 'ফেলানি'র নির্দেশনা ও অভিনয় করা। এই সবকিছুর মধ্যে জড়িয়ে আছে একটা তীব্র প্যাশন, থিয়েটারকে আঁকড়ে বাঁচার প্রবল ইচ্ছে। তবে নাটক নিয়ে গবেষণা করার কথা তখনো মাথায় আসেনি। প্রথম যিনি নাটক নিয়ে কাজ করার কথা বলেন, তিনি নাটককার মৈনাক সেনগুপ্ত। নাটক নিয়ে অনেক কাজ মাথায় ঘুরপাক খায়, কিন্তু মহাসমুদ্রে খাবি খাওয়ার মতো অবস্থা হয় আমার। এর মধ্যে লকডাউন ঘোষণা হয়, রিহার্সাল বন্ধ, নাটকের শো বন্ধ, অগত্যা একমাত্র উপায় নাটক পড়া। হাতে আসে নাটককার ব্রাত্য বসুর লেখা তিন খণ্ড নাটকসমগ্র। গোগ্রাসে পড়ে ফেলি আটত্রিশখানা নাটক। কয়েকদিন ঘোরের মতো কাটে, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। আয়নার মতো যেন নিজেকে দেখতে পাই নাটকগুলোর মধ্যে। ঠিক করি গবেষণা করলে এই নাটকগুলোর যিনি স্রষ্টা সেই বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎকে নিয়েই করবো, অর্থাৎ নাটককার ব্রাত্য বসুর নাট্যকৃতী। এবার প্রয়োজন সেই বিখ্যাত মানুষটির সম্মতি। এ-বিষয়ে সাহায্য করেন বালিগঞ্জ স্বপ্ন সূচনার কর্ণধার বিজয় মুখোপাধ্যায়। সম্মতি পাওয়ার পরেই কাজ শুরু করার পালা। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন গাইড অর্থাৎ পথ-নির্দেশকের। অনেক ঝড়-জল পার করে দেবদূতের মতো গাইড হিসেবে পাই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিখিল চন্দ্র রায় স্যারকে। স্যারের তত্ত্বাবধানে ও সাহসে গবেষণার কাজ শুরু করি।

ব্রাত্য বসুর তিন খণ্ড নাটকসমগ্রের প্রতিটি নাটক দেখার সৌভাগ্য না হলেও ব্রাত্যজনের ইউটিউব চ্যানেলে বেশ কিছু নাটক দেখে নিয়েছিলাম। এছাড়া ওঁনার নাটক বিষয়ে এবং ওঁনার নাট্যযাপন নিয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করেন নাট্য ব্যক্তিত্ব পৃথ্বীশ রাণা, অভি চক্রবর্তী, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। শান্তিপুর সাংস্কৃতিকের কর্ণধার এবং আমার শ্রদ্ধেয় কৌশিক স্যার আমাকে বেশ

কিছু মূল্যবান বইয়ের সন্ধান দেন, যা আমার গবেষণার কাজে সাহায্য করেছে। কলেজ স্ট্রিট থেকে আমাকে বেশ কিছু বই এনে দেয় শান্তিপুরের শমিত আচার্য, প্রিয় রাত্রিদি আমাকে কিছু বইয়ের কথা বলেন। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেখর সমাদ্দার স্যার বেশ কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা আমার কাজের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। আমার প্রিয় দিদি অভিনেত্রী ন্যান্সী দি কাজের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে এমন একজন মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন, যিনি আমাকে নাটককার ব্রাত্য বসুর নাটক লেখার সূচনাপর্বের অনেক টুকরো কথা শেয়ার করেন— যা মণিমুক্তোর মতো আমার গবেষণার শোভা বৃদ্ধি করছে, এই মানুষটি হলেন স্যাস পত্রিকার সম্পাদক সত্য ভাদুড়ী। এছাড়া কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রণব কুমার ভট্টাচার্য স্যার অনেক বইয়ের সন্ধান দিয়ে সাহায্য করেছেন।

সকলের শুভকামনা এবং আমার গাইড নিখিলেশ স্যারের আন্তরিক সাহায্যে আমি কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমার এই সমস্ত কাজটির নেপথ্য শিল্পী হল বিশ্বজিৎ মজুমদার ভাই, পুরো কাজটি দ্রুততার সাথে টাইপ করেছে বিশ্বজিৎ। এছাড়া আশীষ ভাইও নানা বিষয়ে সাহায্য করছে। সবশেষে আমার এই গবেষণা যার স্বপ্ন ছিল সে হল আমার ছেলে রিয়ান (দেবাংশিক বিশ্বাস), ওকে জানাই আন্তরিক ভালোবাসা; ও পাশে না থাকলে কাজটা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা অসম্ভব হতো না। এছাড়া আমার বাবা-মা-বোন সকলেই উৎসাহ দিয়েছে কাজটি করার জন্য। সবার আশীর্বাদে আজ আমার প্রিয় নাটককার ব্রাত্য বসুকে নিয়ে কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। যাদের নাম লেখা হল না, অথচ যারা সবসময় পাশে থেকে উৎসাহ অনুপ্রেরণা দিয়েছে তাদের নাম মনের মণিকোঠায় লেখা থাকলো।

দেবলীনা বিশ্বাস

08/02/2028

(দেবলীনা বিশ্বাস)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়